75

তারিখ ... 02 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা 22 ... কলাম ... 7 ...

দৈনিক ইনকিলাব

৩ শিক্ষক-কর্মচারী ও ৯ ছাত্র জড়িত জা'নগর ভার্সিটির গণিত বিভাগের প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত

জাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর চাপের মুখে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার চাঞ্চল্যকর প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

গত শনিবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরী সিণ্ডিকেট বৈঠকে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে গণিত বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে সুমন কুমার দাস নামে একজন পরীক্ষার্থী নকলসহ পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে এবং তার কাছ থেকে পাওয়া আলামত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত পরীক্ষা বাতিল করে গত ২২ মে পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হয় এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অর্থনীতি

বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ মামুনকে প্রধান করে ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ২৭ মে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে ৫৫ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত রিপোর্ট ভিসি প্রফেসর আমীরুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে পেশ করেন। ভিসি প্রশাসনিক জটিলতার কথা উল্লেখ করে এ রিপোর্ট সাংবাদিকদের জানানোর ক্ষেত্রে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা একে ভিসি'র লুকোচুরি খেলা হিসেবে উল্লেখ করে দ্রুত রিপোর্ট প্রকাশের দাবী জানায়, না হলে তারা কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেবে। এহেন পরিস্থিতিতে ভিসি দ্রুতগতিতে সিন্ডিকেট বৈঠকের ব্যবস্থা করেন এবং গত শনিবার সিন্ডিকেটের এক জরুরী বৈঠকে এ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সিন্ডিকেট সদস্যরা এ তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা আলোচনা শেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। তদন্ত রিপোর্টে জানানো হয় যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২ জন শিক্ষক, ১ জন কর্মচারী এবং ৯ জন ছাত্র জড়িত। অভিযুক্ত শিক্ষক দু'জন হলেন গণিত বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক মোতালেব হোসেন এবং গণিত বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির বাতিলকৃত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মকবুল হোসেন। অভিযুক্ত কর্মচারী হলেন গণিত বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরীয়ান আব্দুল জলিল।

অভিযুক্ত ছাত্ররা হলো- রুহুল আমীন (গণিত ৩য় বর্ষ), শফিউল (সরকার ও রাজনীতি ৩য় বর্ষ), মাঙ্গন (ভূগোল ৩য় বর্ষ), আব্দুস ছালাম (সরকার ও রাজনীতি ৩য় বর্ষ), মুজিব (সরকার ও রাজনীতি ৩য় বর্ষ), পিয়াস (সরকার ও রাজনীতি ৩য় বর্ষ), লাবু (পরিসংখ্যান ৩য় বর্ষ), আবুল কালাম আজাদ (ইলেকট্রনিক্স) এবং আনন্দ অর্থনীতি বিভাগ (৩য় বর্ষ)।